১৬। **প্রশ্ন ঃ** তবলার উৎপত্তির ইতিহাস অথবা সংক্ষেপে আলোচনা কর। বা, তবলার জন্মরহস্য আলোচনা কর।

উত্তর ঃ আজকের গান বাজনার আসরে তবলাই হচ্ছে একমাত্র তালযন্ত্র। বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন, সঙ্গীতের আসর এবং একক বাদনও (Solo) আজকাল শোনা যাচ্ছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, বর্তমানযুগে তবলার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা কতখানি। কিন্তু তবলার এতো চাহিদা থাকা সত্বেও তার জন্মবৃত্তান্ত আজও রহস্যাবৃত্ত। উপযুক্ত তথ্য ও বিজ্ঞান নির্ভর তত্ত্বের অভাবে আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ব্যদাযন্ত্রের ইতিহাস ও জন্মবৃত্তান্ত এখন কুয়াশাচ্ছন্ন।

তবলার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অনেক মত প্রচলিত আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দিল্লী ঘরানার প্রবর্তক উস্তাদ সুধার খাঁকেই আমরা পেয়েছি প্রথম তবলিয়া হিসাবে। পরবর্তী সময়ে এই দিল্লী ঘরানা থেকেই অন্যান্য ঘরানা বা বাজের জন্ম হয়েছে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি সুধার খাঁই তবলার উৎপত্তি করে থাকতে পারেন।

তবলা জন্ম রহস্যের কয়েকটি আনুমানিক চিন্তাধারা

ক) তবলা তালযন্ত্রটি 'আসিরিয়া' দেশে প্রচলিত ছিল অনেকের ধারণা যে, আরবদেশীয় বাদ্যকর 'জুবল্' এর পুত্র 'টুবল্' দ্বারা সৃষ্ট বলে, তাঁর নাম অনুসারে তবলা নামকরণ হয়েছে।

খ) আলাউদ্দিন খিলজীর (১২৯৬-১৩১৬খ্রীঃ) রাজত্বকালে তাঁর সভাসদ্, ওমরাহ আবু হাসান যিনি ইতিহাসে আমীর খসরু নামে পরিচিত ইনিই পাখোয়াজকে দু ভাগ করে তবলা ও বাঁয়া যন্ত্রের জন্ম দেন।

গ) পণ্ডিত ও গুণীজনদের মতে তবলাবাজের প্রথম সৃষ্টি হয় দিল্লী নগরীতে এবং উস্তাদ সুধার খাঁ এই দিল্লী বাজের প্রবর্তক, এবং ইনিই তবলার জন্মদাতা।

কথিত আছে, সুধার খাঁ প্রথমে পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। তখনকার সময়ে ভগবান দাস নামে দিল্লী নগরীতে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজীর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, সুধার খাঁ বাদন পটুতায় ভগবান দাসের সমকক্ষ না হতে পেরে পাখোয়াজ-তাল যন্ত্রটিকে দু ভাগ করে তবলা তালযন্ত্র সৃষ্টি করেন এবং এক নতুন বাদনশৈলীর জন্ম দেন যা দিল্লীবাজ নামে পরিচিত।

ঘ) প্রাচীনকালে অনেক প্রকার তালযন্ত্রের মধ্যে 'সম্বল' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত যন্ত্রটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে একটিকে পুরুষ ও অপরটিকে নারী হিসাবে গণ্য করা হত। তবলা এই সম্বলেরই পরিবর্তিত রূপ।

ঙ) পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ষ্ট্রেবী সাহেব বলেছেন যে, এশিয়া মহাদেশে বিশেষ এক জঙ্গলী সম্প্রদায় আনন্দোৎসবে 'নব্‌লা' নামক একটি তালযন্ত্র ব্যবহার করত। উনার ধারণা, উক্ত তালযন্ত্রটি বিবর্তনের হাত ধরে তবলা তালযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

চ) অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন আনদ্ধ তালযন্ত্র 'দুর্দর' ভিন্নমতে 'ঔর্ধক' নামক বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তনের ফলস্বরূপ হল এই তবলা তালযন্ত্র।

ছ) কথিত আছে, পাখোয়াজ তালযন্ত্রটি দুভাগে বিভক্ত করে বর্তমান তবলা বাঁয়ার মত স্থাপন করে বাজাবার ফলে উক্ত বাদ্যযন্ত্র থেকে সুন্দর ও সুরেলা শব্দ বের হওয়ায় এক সঙ্গীতগুণী বলে উঠেন যে, 'তব্ ভী বোলা'?

— এই কথা থেকেই নাকি 'তবলা' তালযন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে।